ANTARVIDYA
ISSN: 3107-7447
https://www.debracollege.ac.in/antarvidya/Index.aspx

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427544 VOL-I, ISSUE-II (Jul-Dec 2025)

গ্রন্থ পর্যালোচনা

হিন্দু স্টাডিজ: ফাউন্ডেশনস অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক

ড. শত্রুঘ্ন কাহার

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত),
অতিথি অধ্যাপক, হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়, হাওড়া

skahar0072015@gmail.com

Submitted on: 12.11.2025

Accepted on: 25.12.2025

সংক্ষিপ্তসার- নন্দিনী সাহুর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ Hindu Studies: Foundations and Frameworks ভারতীয় জ্ঞান–পরম্পরা ও হিন্দু স্টাডিজকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জেন্ডার স্টাডিজ ও পরিবেশচর্চার সমন্বয়ে রচিত এই গ্রন্থ হিন্দুধর্মকে কোনও স্থির বা একরৈখিক বিশ্বাসব্যবস্থা রূপে নয়, বরং ইতিহাসে বিকশিত এক বহুমাত্রিক, সংলাপমুখর ও জীবন্ত জ্ঞানচর্চার মাধ্যম রূপে উপস্থাপন করে। জ্ঞানের বি-উপনিবেশীকরণ ও দেশীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সমকালীন বৈশ্বিক শিক্ষাচর্চার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। গ্রন্থের অধ্যায়গুলিতে প্রাচীনশাস্ত্র, দর্শন, আচার–অনুষ্ঠান, শিল্প–স্থাপত্য, নৈতিকতা ও আধুনিকতার অভিঘাতে হিন্দুধর্মের রূপান্তরকে সমন্বিতরূপে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। শাস্ত্র ও দৈনন্দিন ধর্মাচরণের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে ধর্মীয় চিন্তা সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মাধ্যমে পুনর্জীবন পায়। একই সঙ্গে শ্রেণী, জাত ও লিঙ্গের প্রশ্নে নারীবাদী, আম্বেদকরবাদী ও নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সমালোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করে এক ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক পাঠ নির্মাণ করা হয়েছে। মার্কসবাদী ধর্ম বিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করে সাহু হিন্দুধর্মকে 'living civilizational knowledge system' হিসেবে দেখেছেন, যেখানে বহুত্ববাদ, নৈতিকতা ও অভিযোজনক্ষমতা কেন্দ্রীয় বিষয়। আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, প্রবাস ও ডিজিটাল পরিসরে হিন্দুধর্মের প্রসার এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার দিশা নির্ধারণ এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। ফলে গ্রন্থটি গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য হিন্দু স্টাডিজ বোঝার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য ও সহায়ক।

সুচকশব্দ- হিন্দু, জ্ঞান পরম্পরা, ঐতিহ্য, ধর্ম, শাস্ত্র, বি-উপনিবেশীকরণ।

Hindu Studies: Foundation and Framework by Nandini Sahu, 2024
Authors Press, New Delhi-110 016
Page: 244, Price: 1200

https://doi.org/10.5281/zenodo.18427544

নন্দিনী সাহুর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ হিন্দু স্টাডিজ: ফাউন্ডেশনস অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা নিয়ে সমকালীন আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই বইয়ে নন্দিনী সাহু ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন এবং ভারতীয় বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে হিন্দু স্টাডিজকে এক প্রাণবন্ত শিক্ষাবিষয় হিসেবে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রন্থটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, যখন জ্ঞানের বি-উপনিবেশীকরণ এবং দেশজ জ্ঞান পরম্পরার পুনর্মূল্যায়ন বিশ্বজুড়ে শিক্ষাজগতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ভূমিকা-সহ মোট দশটি অধ্যায় যুক্ত এই গ্রন্থ হিন্দুধর্মকে একটি চলমান সভ্যতা রূপে বহুমাত্রিক ও সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পুঁথিগত ঐতিহ্য, নানান দর্শনধারা, আচার–অনুষ্ঠান এবং সমকালীন বিতর্ক—এই সবকিছুর সঙ্গে এক গভীর অন্বেষণের মধ্য দিয়ে নন্দিনী সাহু হিন্দুধর্মকে কোনও স্থির ও অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস হিসেবে নয়, বরং ইতিহাসে বিকশিত, বহুমাত্রিক এবং আন্তঃবিষয়ক অনুসন্ধানের এক ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন। প্রচলিত ধর্মীয় ব্যাখ্যার সীমা ছাড়িয়ে এই গ্রন্থ হিন্দুধর্মকে এক গতিশীল বৌদ্ধিক ঐতিহ্য হিসেবে তুলে ধরে, যার নির্মাণ বহু শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক অভিযোজন এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হয়েছে। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জেন্ডার স্টাডিজ এবং পরিবেশচর্চা—এই নানা ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সাহু শাস্ত্রের কর্তৃত্ব এবং জীবন্ত সাংস্কৃতিক অভ্যাসের মধ্যে এক সেতুবন্ধন করেছেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণের মতো প্রাচীন শাস্ত্রের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার ধারাবাহিকতা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আধ্যাত্মিক চর্চাকে আলোচনায় এনে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে শাস্ত্রীয় চিন্তা ও দৈনন্দিন ধর্মাচরণের মধ্যে একটি স্বাভাবিক ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিরাজমান।

এটি শুধু একটি শিক্ষামূলক গবেষণাগ্রন্থ নয়; বরং সমসাময়িক পরিচয়চর্চা, বি-উপনিবেশিকরণ এবং বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে চলমান বিতর্কগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানায়।

প্রথম অধ্যায় "The Hindu Texts and Contexts"-এ ভারতের ধর্মীয় সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ ও স্তরীভূত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাংস্কৃতিক পাঠ মিলেমিশে গেছে। এখানে বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, স্মৃতি ও পুরাণসমূহ আলোচিত হয়েছে এবং এদের দর্শন, নৈতিকতা ও সামাজিক অভিজ্ঞতার দলিল হিসেবে স্থায়ী গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলিকে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক রচনা হিসেবে নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ও আত্মপরিচয় গঠনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক অভিলেখ্যাগার হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন— যা বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। অধ্যায়টিতে "Sarvam khalvidam Brahma"[১] (এই সবই ব্রহ্ম) এবং "Aham Brahmasmi"[২] (আমি ব্রহ্ম)–এর মতো গভীর উপনিষদীয় বাণী উদ্ধৃত করে আত্মা ও মহাবিশ্বের ঐক্যের দার্শনিক ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একইভাবে ভগবদ্‌গীতার বাণী- "You have the right to work, but never to its fruit"[৩] নৈতিকতার এমন এক কাঠামো তুলে ধরে, যা আজও ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু করে জনজীবন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। সাহু দেখিয়েছেন হিন্দু শাস্ত্রসমূহ কেবল অতীতের নিদর্শন নয়—বরং মিথ, নীতি ও মানব অভিজ্ঞতার মধ্যকার এক চলমান ও জীবন্ত সংলাপ, যা আজও ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে গঠন করে চলেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় "Hindu Philosophical Schools" ভারতীয় জ্ঞান–ঐতিহ্যের এক গভীর, সুসমন্বিত ও মননসমৃদ্ধ পর্যালোচনা উপস্থাপন করে। এখানে দর্শনকে শুধু অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুসন্ধান হিসেবে নয়, বরং নৈতিক জীবনযাপন, চেতনার পরিশীলন এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনের পথপ্রদর্শক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আস্তিক (orthodox) ও নাস্তিক (heterodox) দুই ধারার বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি দেখিয়েছে—মতবাদ

ও পদ্ধতির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে সত্যের উপলব্ধি ও মুক্তির সাধনা। সাংখ্য দর্শনের দ্বৈতবাদ—Purusha (চেতন) ও Prakriti (প্রকৃতি)-র চিরন্তন পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে জগতের রূপ ব্যাখ্যার প্রয়াস থেকে শুরু করে অদ্বৈত বেদান্ত-এর তাৎপর্যময় দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে ব্যক্তিসত্তা ও পরমসত্তাকে এক অনন্ত ঐক্যে অবগাহন করানো হয়—এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়েই হিন্দু দর্শনের মহিমা ও ব্যাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মীমাংসা-র আচারনিষ্ঠ দৃঢ়তা, ন্যায় দর্শনের যুক্তিপ্রমাণ-নির্ভর বিশ্লেষণ, এবং যোগ-এর শৃঙ্খলাপূর্ণ আত্ম-অনুশীলন—মোক্ষলাভের বহুমুখী পথকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সমানভাবে উল্লেখযোগ্য নাস্তিক ধারাগুলি—বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক—যারা প্রথাগত বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ভারতীয় চিন্তার পরিসরকে নতুন দিগন্তে প্রসারিত করে। তাদের ভাবনাকে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করে প্রফেসর সাহু দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় দর্শন নিছক তত্ত্বের বিমূর্ত নির্মাণ নয়; বরং মানুষের মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও আচরণবিধিকে যুগে যুগে রূপ দিয়েছে এমন এক জীবন্ত ও বিকশিত ঐতিহ্য।

আবার "Rituals, Practices, and Tradition of Devotion" নামক অধ্যায়টি হিন্দুধর্মকে এমন এক সজীব ও অভিজ্ঞতামূলক ঐতিহ্য হিসেবে তুলে ধরে, যার শক্তি বিশ্বাসের চেয়ে অনুশীলনে অধিক প্রবাহমান। এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম, সংস্কার, পূজা, তীর্থযাত্রা ও উৎসব—সবকিছুকে মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সন্ধ্যাবন্দনম কিংবা অভিষেক (প্রতিমার আনুষ্ঠানিক স্নান) এর মতো আচারবিধি বেদীয় ঋত্ (Rta) নীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়—যেখানে ব্যক্তিগত কর্তব্য ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছন্দ এক দ্যুতিময় সমবায় সৃষ্টি করে। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাপনও পায় আধ্যাত্মিক ঐক্যের স্পর্শ। গর্ভধারণ থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সংস্কার-সমূহকে অধ্যায়টি এমন এক ধারাবাহিকতা হিসেবে তুলে ধরে, যেখানে ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি পর্বে সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়। Kane-এর মত—"Samskaras are rites of passage which sanctify the life of an individual from conception till death in order that every phase may be invested with holiness"[৪] উদ্ধৃতির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কীভাবে জীবনের জৈবিক পর্যায়গুলি আচার ও পবিত্রতার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক যাত্রার নির্ণায়ক ধাপে। পূজা ও ভক্তি সম্পর্কিত আলোচনায় হিন্দুধর্মের বহুরূপী ভক্তিসংস্কৃতির সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, যেখানে মন্দিরের মহিমা যেমন অনুভবযোগ্য, তেমনি গৃহমন্দিরের অন্তরঙ্গতাও দেবসত্তার উপস্থিতি ঘটায়। কবীর, মীরাবাঈ, ও তুলসীদাস-এর মতো ভক্ত-সন্তদের জীবন ও রচনাকে আধ্যাত্মিক অভিযানের রূপান্তরময় পর্ব হিসেবে দেখেছেন প্রফেসর সাহু, যেখানে কবীরের সেই তীক্ষ্ণ সত্যবোধ যে সত্যিকারের উপাসনা হৃদয়ের অভ্যন্তরে, আচার-কেন্দ্রিকতার সীমা ভেঙে দেয়। বস্তুত সাহু জোরের সাথে বলতে চেয়েছেন হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান কোনও অচল, অতীতের ধ্বংসাবশেষ নয়; বরং প্রাণময়, চলমান সাংস্কৃতিক শক্তি, যা শরীর, সমাজ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক সুসংহত সুরে বেঁধে রাখে এবং জীবনকে পরিণত করে বিশ্বাস ও ভক্তির এক অনন্ত, ছন্দময় অভিযাত্রায়।

"Hindu Social and Ethical Knowledge Systems" অধ্যায় হিন্দু নৈতিকতা ও সামাজিক ভাবনার একটি গভীর, বিস্তৃত ও মননশীল বিশ্লেষণ তুলে ধরে। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে হিন্দুধর্ম নৈতিক দর্শন, সামাজিক সংগঠন এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলাকে এক সুসংহত সূত্রে যুক্ত করে একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিশ্বদৃষ্টি নির্মাণ করে। ধর্ম- যা ব্যক্তিগত পবিত্রতার সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারক ও পালনকর্তা, তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। ভাগবত গীতার বাণী "Therefore, perform your duty, as prescribed by the scriptures, for by performing one's duty, one attains perfection"[৫] উদ্ধৃতি তুলে প্রফেসর সাহু দেখিয়েছেন যে, নৈতিক কর্তব্য ও আত্মিক উন্নতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং তারা একই সাধনার দুই অপরিহার্য স্তম্ভ। ঐতিহাসিক ধারায় অধ্যায়টি বর্ণ–জাতি ও আশ্রমব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ অনুসরণ করেছে, যেখানে সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তব্যকে মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের

https://doi.org/10.5281/zenodo.18427544

সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেখা হত। Manusmriti-র "The four Varnas were created from the mouth, arms, thighs, and feet of the cosmic being, respectively"[৬] উদ্ধৃতি তুলে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে একসময়ে পবিত্র ও মহাজাগতিক ক্রম হিসেবে ব্যাখ্যা করা হত। তবে তিনি একই সঙ্গে এও স্পষ্ট করেছেন যে, পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থার বিচ্যুতি জন্ম দেয় বৈষম্য, শোষণ ও অসাম্যের; এবং তা সংশোধনের লক্ষ্যে যে সংস্কার আন্দোলন, মানবিক প্রয়াস ও সাংবিধানিক উদ্যোগ গড়ে ওঠে, সেগুলোকেও অধ্যায়টি গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছে।

আবার "Hindu Art, Architecture, and Iconography" নামক অধ্যায়টি হিন্দু আধ্যাত্মিক দর্শন কীভাবে শিল্প, স্থাপত্য ও নানান পারফর্মেটিভ ঐতিহ্যের মাধ্যমে রূপ পায়, তার এক গভীর ও মননশীল অনুসন্ধান উপস্থাপন করে। এখানে শিল্পকে কেবল নান্দনিক সৃষ্টির পরিসর হিসেবে নয়, বরং এক অতীন্দ্রিয় অভিযাত্রার পথ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে দৃশ্যমান রূপ হয়ে ওঠে অদৃশ্য পরমার্থের বাহক; আর বস্তুজগত ও দ্যুতিময় ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে তৈরি হয় সেতুবন্ধন। মূর্তি, যন্ত্র এবং মণ্ডল— এই তিন ধারণার আলোচনার মাধ্যমে সাহু দেখিয়েছে কীভাবে পবিত্র প্রতীকগুলি চাক্ষুষ ধর্মতত্ত্বের রূপ নিয়ে অতীন্দ্রিয় সত্যকে ধারণ করে। হাইনরিখ জিমারের উক্তি "The Mandala represents the universe in its ideal form, a cosmogram that mirrors the order and harmony of the divine creation"[৭] এই ভাবনাকেই স্পষ্ট করে। মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহাসিক যাত্রাপথ অনুসরণ করতে গিয়ে অধ্যায়টি উত্তর ভারতের নাগর শৈলী, দক্ষিণের দ্রাবিড় রীতি এবং দাক্ষিণাত্যের বেসর সমন্বয়শীলতার চিত্র তুলে ধরে, যা প্রমাণ করে যে ভারতের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বহুত্বের প্রতিফলন। বৃহদেশ্বর মন্দির কিংবা কোনার্কের সূর্য মন্দির— এই মহৎ স্থাপত্যচিহ্নগুলি নান্দনিক সৌন্দর্য ও মহাজাগতিক প্রতীকের অপূর্ব সমন্বয় হিসেবে আলোচনায় এসেছে। সাংস্কৃতিক পরিসরে সাহু সংগীত, নৃত্য ও নাট্যকে পবিত্র অনুশীলন হিসেবে বিবেচনা করেছে, যার উৎস ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র। এখানে উপস্থাপনা কেবল বিনোদন নয়, এটি ভক্তি, অনুভব এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক সজীব মাধ্যম। রসতত্ত্ব-ভিত্তিক রূপগুলি যেমন- ভরতনাট্যম, কত্থক বা রামলীলার মতো ঐতিহ্য মানব-অনুভূতিকে রূপান্তরিত করে তোলে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায়। অধ্যায়টি হিন্দু শিল্পকে এক জীবন্ত, প্রবহমান ধারাবাহিকতা হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে সৌন্দর্য, ভক্তি ও দর্শন মিলেমিশে সৃষ্টি করে এক অপূর্ব ঐশ্বরিক সুরের সমন্বয়।

"Modernity and Hinduism"- উপনিবেশবাদ, বিশ্বায়ন ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অভিঘাতে হিন্দুধর্মের চিন্তাধারার যে বহুমুখী রূপান্তর ঘটেছে, তার এক সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী চিত্র তুলে ধরে। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে আধুনিকতার নৈতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নবজাগরণের প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ আধুনিক হিন্দুধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বেদান্তীয় একেশ্বরবাদকে ইউরোপীয় আলোকায়নের মানবতাবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি যে মননচর্চার পথ নির্মাণ করেন, তা আধুনিক ভারতের যাত্রাপথে মৌলিক ভূমিকা রাখে। তাঁর উক্তি "The service due alone, required from natural necessity...of performing and attaining obedience by truth"[৮] প্রাচীন জ্ঞানভিত্তিক নৈতিক সার্বজনীনতার এক আধুনিক ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে। দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজের ঘোষণাও ছিল একইসঙ্গে পুনরুজ্জীবনবাদী ও জাতীয়তাবাদী "The Vedas are the books which are free from error and misrepresentation"[৯] এই ঘোষণা প্রাচীন বৈদিক সত্যকে আধুনিক সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন এক বৌদ্ধিক আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ–এর বাণী "service to man is indeed [s]ervice to God"[১০] কর্মযোগকে পুনর্বিন্যাস করে তুলে আনে সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে। তাঁর ব্যাখ্যায়

বেদান্তীয় জ্ঞানের গভীরতাকে নাগরিক নৈতিকতার সঙ্গে একীভূত করে আধুনিক মানবসেবাকে আধ্যাত্মিক সাধনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যায়টি হিন্দু আধুনিকতাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত করেছে, যেখানে তিলক ও গান্ধী ধর্মীয় আদর্শকে রাজনৈতিক মুক্তির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গান্ধীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সমন্বয় আধুনিক ভারতের নৈতিক পরিচয়ের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

আবার "Hinduism in the Global Context" নামক অধ্যায়টি হিন্দুধর্ম কীভাবে একটি আন্তর্জাতিক, বহু-সংস্কৃতির পরিবেশে নিজেকে ক্রমশ রূপান্তরিত করেছে তা তুলে ধরে। বিশ্বের নানা ভাষা, সংস্কৃতি ও ভূখণ্ড পেরিয়ে হিন্দুধর্ম যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে প্রাচীন সেই মানবতাবাদী আদর্শ Vasudhaiva Kutumbakam[১১] (The world is one family), যা হিন্দু আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত উদারতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে। বিশ্বায়নের যুগে এই সার্বজনীন মানবিকতা এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে Ramakrishna Mission, ISKCON, Chinmaya Mission, এবং Swaminarayan Sampradaya-র মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি ভক্তি, সেবা ও নৈতিক দায়িত্ববোধকে তুলে ধরে বৈশ্বিক পরিসরে করুণা, সংলাপ ও সামাজিক প্রতিশ্রুতির নতুন আখ্যান রচনা করেছে। তাদের উদ্যোগে আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিগত অনুশীলনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ব মানবিকতার সক্রিয় নৈতিক আদর্শে পরিণত হয়। সাংস্কৃতিক পরিসরে অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে অভিবাসী সমাজে হিন্দু ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্নির্মাণে। লন্ডন, নিউজার্সি অথবা সিডনির মহিমান্বিত মন্দিরসমূহ, প্রবাসী পরিবারগুলোর উৎসব–অনুষ্ঠান, যোগ–কেন্দ্রের বিস্তার ও ডিজিটাল ভক্তিমূলক পরিসর, সব মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে হিন্দুধর্মের আধুনিক, বহুমাত্রিক প্রকাশভঙ্গির এক বিস্তৃত চিত্র নির্মিত হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সমাজগঠনের তিনটি মৌলিক স্তম্ভ- শ্রেণি, জাত ও লিঙ্গ, কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে জটিলভাবে জড়িয়ে বহুস্তরীয় শক্তিকাঠামো, সাংস্কৃতিক অর্থ এবং রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে তৈরি করেছে, তার এক সূক্ষ্ম, সুনিপুণ ও তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে "Class, Caste, and Gender: Critical Perspectives and Discourses" নামক অধ্যায়ে। লেখক শুরুতেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষণার প্রভাব নিয়ে একটি গভীর ঐতিহাসিক সমালোচনা করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে এই দুই গবেষণা স্থানীয় সমাজ জীবনের নমনীয়, বহুরূপী ঐতিহ্যকে "Hinduism"-এর নামে কঠোর ও স্থির শ্রেণিবিন্যাসে আবদ্ধ করে তোলে। যে প্রথাগুলি সময়, অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে বদলে যেত, সেগুলিকে তারা স্থায়ী নিয়মে রূপান্তরিত করে ক্রমবিন্যাসের বদ্ধ কাঠামোতে পরিণত করেছিল। এই ঐতিহাসিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে অধ্যায়টি এক বিস্তৃত সমালোচনামূলক পরিসর উন্মোচন করেছে। আম্বেদকরবাদী জাত-আলোচনা, মার্ক্সীয় শ্রম–সম্পত্তি সম্পর্কিত শ্রেণী-বিশ্লেষণ, নারীবাদীদের পিতৃতন্ত্রর সমালোচনা এবং নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গি- এই সব প্রবণতা একত্রে দেখায় যে জাতব্যবস্থা কেবল আচার বা ধর্মীয় বিধান নয়; এটি একই সঙ্গে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক আদর্শ, যা ক্ষমতা, অধিকার, সম্পদ, মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করে। লিঙ্গ বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায়টি আরও গভীরতা লাভ করে। এখানে লিঙ্গকে শুধুমাত্র পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় নয়, বরং শ্রেণি ও জাত দুইয়ের সঙ্গেও অন্তঃসংযুক্ত এক বাস্তবতা হিসেবে দেখা হয়েছে। শ্রমের বণ্টন, বিবাহের নিয়ম, সামাজিক গতিশীলতা, সবকিছুর মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্রজাত রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থা কীভাবে পুনরুৎপাদিত হয়, তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। শহুরে আধুনিকতা ও নব্য উদারনীতির প্রভাবকেও অধ্যায়টি তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, এগুলি জাতব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়নি; বরং নতুন পরিসরে, নতুন বয়ানে জাত ও শ্রেণি বৈষম্যের পুনর্গঠন ঘটিয়েছে, যা আবার নতুন ধরণের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে।

পরিশেষে "Navigating New Frontiers: Critical Reflections and Emerging Paradigms" নামক অধ্যায়ে হিন্দু স্টাডিজের ইতিহাস বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে এক সুসংহত ও বিস্তৃত রূপে উপস্থাপন

https://doi.org/10.5281/zenodo.18427544

করে, এটিকে এক সচল বৈশ্বিক শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রফেসর সাহু এই সত্যকে পুনরায় নিশ্চিত করে যে হিন্দুধর্ম "evolution over millennia into a multifaceted tradition that profoundly shapes the contemporary global landscape"[১২] অর্থাৎ হাজার হাজার বছরের বিবর্তনে এটি এমন এক বহুমাত্রিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, যা আজকের বৈশ্বিক চিন্তা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লেখক বিদ্বজ্জনদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, আন্তঃবিষয়ক এবং নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিশীল গবেষণাপদ্ধতি গ্রহণের। কেবল পাঠব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে লেখক এমন পন্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা "global, technological, and interdisciplinary challenges" এর প্রতি-উত্তর দিতে সক্ষম। গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি এক নতুন দিকনির্দেশ, যা অংশগ্রহণমূলক, বি-উপনিবেশিককরণ (decolonial) এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

আস্তিক ও নাস্তিক দুই ধারাকেই পুনরালোচনার মাধ্যমে লেখক সংখ্য, যোগ, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এর মত হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বহুত্ববাদ, চেতনা–অন্বেষণ, নৈতিকতা তথা মুক্তির দার্শনিক আলোচনাকে সামনে আনেন। জিওফ্রি প্যারিন্ডারের পর্যবেক্ষণ "the Bhagavad Gita has been one of the most significant texts in introducing Eastern thought to the West"[১৩] উদ্ধৃত করে সাহু দেখিয়েছেন কীভাবে ধর্ম, কর্ম ও মোক্ষের মতো ধারণার মাধ্যমে হিন্দু ভাবধারা বৈশ্বিক স্তরে এখনও অনুরণিত হচ্ছে। সমসাময়িক পরিবর্তনগুলির মধ্যে লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন ডিজিটাল আর্কাইভ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রবাসী গবেষণার (diaspora scholarship) প্রতি, এবং দেখিয়েছে কীভাবে প্রযুক্তি জ্ঞানচর্চার প্রাপ্যতা, ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার ধরণকে নতুনভাবে নির্মাণ করছে। এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে অরবিন্দ শর্মার "methodological innovation"–এর আহ্বান এবং R.A.M. Dev–এর আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের ওপর জোর, যা ভবিষ্যৎ গবেষণাকে নৈতিকভাবে দৃঢ়, সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল এবং বিকল্পাত্মক ধারায় উন্নীত করার দাবি জানায়।

হিন্দুধর্ম নিয়ে ঐতিহ্যগত মার্কসবাদী গবেষণা ধর্মকে মূলত অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত একটি ideological superstructure হিসেবে বিবেচনা করে।[১৪] ডি.ডি. কোসাম্বী, আর.এস. শর্মা এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো চিন্তাবিদেরা হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনকে শ্রেণী ও জাতভিত্তিক বৈষম্যের প্রতিফলন হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের নেপথ্যে থাকা শক্তির কাঠামোকে উন্মোচন করা, যেখানে ধর্ম প্রায়শই সামাজিক অসাম্যতাকে বৈধতা দেওয়ার একটি মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাঁদের পদ্ধতি ছিল ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী, যার মাধ্যমে তাঁরা ধর্মকে রহস্যময়তা থেকে মুক্ত করতে এবং সমাজজীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, প্রফেসর সাহু তাঁর বই 'Hindu Studies: Foundations and Frameworks'-এ যে কাঠামো নির্মাণ করেছেন তা আন্তঃবিষয়ক, বি-উপনিবেশীকরণ (decolonial) এবং পুনর্গঠনমূলক। সাহু হিন্দুধর্মকে কোনো মতাদর্শ নয়, বরং এক living civilizational knowledge system হিসেবে দেখেছেন, যা নৈতিক, বহুত্ববাদী, সংলাপমুখর এবং অভিজ্ঞতাপ্রবাহিত। সাহিত্য, পরিবেশচেতনা এবং জেন্ডার স্টাডিজকে একত্রে এনে তিনি দেখিয়েছেন হিন্দুধর্মের অভিযোজন ক্ষমতা ও নৈতিক গভীরতা।

হিন্দুত্ববাদী আখ্যানের মতো সাহু কোথাও ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত বা একরৈখিক করেননি; বরং তিনি নারীবাদী, আম্বেদকরবাদী ও সাবঅল্টার্ন সমালোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করে এক ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন। তাঁর কাজ তাই হিন্দু স্টাডিজের জগতে এক প্রগতিশীল ও বি-উপনিবেশিকরণের পুনর্চিন্তার প্রতীক, যেখানে মার্কসবাদী গবেষণা নির্গঠন ও সমালোচনার উপর জোর দেয়, সেখানে সাহুর পদ্ধতি পুনর্গঠন, পুনঃঅধিগ্রহণ এবং ভারতীয় চিন্তার বহুমাত্রিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তিকে পুনরুদ্ধারের দিকে পরিচালিত

করে যা গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং গ্রন্থটি গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য এক অপরিহার্য সহায়ক গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হবে, বিশেষত তাঁদের কাছে যারা হিন্দুধর্মকে এক প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং একই সঙ্গে এক জীবন্ত, প্রবাহমান, রূপান্তরমুখী জ্ঞানক্ষেত্র হিসেবে বুঝতে আগ্রহী।

তথ্য নির্দেশ

১. নন্দিনী সাহু, 'হিন্দু স্টাডিজ ফাউন্ডেশনস অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক', অথরস প্রেস, ২০২৪, নিউ দিল্লি, পৃ- ৫১।
২. তদেব, পৃ- ৫৩।
৩. তদেব, পৃ- ৫৬।
৪. তদেব, পৃ- ১০০-১০১।
৫. তদেব, পৃ- ১২৬।
৬. তদেব, পৃ- ১২৪।
৭. তদেব, পৃ- ১৪৫।
৮. তদেব, পৃ- ১৬২।
৯. তদেব, পৃ- ১৬৩।
১০. তদেব, পৃ- ১৬৪।
১১. তদেব, পৃ- ১৮১।
১২. তদেব, পৃ- ২২৬।
১৩. তদেব, পৃ- ২৩০।
১৪. Debiprasad Chattopadhyaya, *Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism,* Delhi: People's Publishing House, 1959, introduction section.